থ্যাংকস কেলভিন!

মুসাররাত জাহান শ্বেতা

কতদিন বালুর মধ্যে হিজিবিজি লিখিনি! কতদিন ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বিকেলের আকাশে সূর্যাস্তের জাকজমক আয়োজন দেখা হয়নি। কিংবা সন্ধ্যা রাতে ছাদে বসে চায়ের পেয়ালায় চাদের প্রতিবিম্বটাকেও চুমুকে চুমুকে পান করিনি কতোকাল! অথচ সব কিছুই যে যার জায়গা মত আছে। সেই সূর্য, সেই চায়ের কাপ, এমনকি সেই সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা তারা গুলোও। শুধু যেন আমার অবস্থানই বদলেছে। এখন আমার সময় কোথায় চাদ দেখার কিংবা তারা গোনার! এখন আমিই ড্রাইভার, আমিই বুয়া আবার এই আমিই পরীক্ষার্থী। এই আমি যে আরো কতো কি! সারাদিনে কাজের যেন শেষ নেই। পরীক্ষার পড়া, বাজার করা, রান্না করা, কাপড় লনড্রী করা; অথচ তারপরও মনে হয় লাইফটা কি বোরিং। নিঃসঙ্গতা যেন সারাক্ষনের সঙ্গী। আমি কি এমনই চেয়েছিলাম ? অথচ এমন তো নয় যে আমার জীবনে আমার নিয়ন্ত্রনের বাইরে কিছু ঘটেছে। তাহলে আজ কেন চাওয়া আর পাওয়ার এই সরল ইকুয়েশনে নট ইকুয়েল টু চিহ্ন?

কিছুক্ষন চিন্তা ভাবনা করতেই বুঝলাম আজ হঠাৎ কেন আমি এতো ‘ইতিহাস-ভূগোল’ টাইপের হতাশায় ভুগছি। কারন খুবই স্পষ্ট এবং অনিবার্য। কালরাতে একটি পরীক্ষার গ্রেড পেয়েছি। গ্রেড খুবই খারাপ হয়েছে এবং সেই থেকেই হতাশার সূত্রপাত। এই মুহুর্তে ‘গ্রেড খারাপ’ হওয়ার চাইতে খারাপ কোন ব্যাপার আমার জন্য হতে পারে না। আমি যতটুকু সহ্য করতে পারি, তারচেয়েও মনটা বেশী খারাপ হয়ে আছে। বাবা মার কষ্টার্জিত টাকাকে ডলার বানিয়ে যে টিউশন ফিস দেওয়া হয়েছে, তার গ্রেড খারাপ হওয়ার অর্থ পুরো টাকাটা সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়া। তাছাড়া এই কোর্স আবার রিপিট করা, আবারও টিউশন ফিস দেয়া, আর পুরো এক সেমেস্টার মানে জলজ্যান্ত চারটা মাস। একশ কুড়িটা সূর্যাস্ত! প্রতিদিন তুষার ঝড় মাথায় করে, স্নো-বুট, গ্লভস আর ওভার কোট পরে প্রায় পনের মাইল ড্রাইভ করে ক্যাম্পাসে যাওয়া, এক ডলার দিয়ে গাড়ী পার্ক করেও আধ মাইল হেটে ক্লাশে যাওয়া আর আসা - সব কিছুই অনর্থক হয়ে গেল। সিটি অব ড্রিম ঢাকা ছেড়ে, বাসা ছেড়ে কষ্ট করে এই বিদেশে পড়ে থাকার ফলাফল কি দাঁড়ালো?

সব দোষতো আমারই। আমিইতো স্বপ্ন দেখতাম উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাওয়ার! জীবনটাকে এত জটিল করে কি লাভ? নির্ঝঞ্ঝাট একটা জীবনইতো বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট। জীবনের কাছে মানুষের চাহিদা যত বাড়ে জীবনটাও ততই জটিল হতে থাকে। নিজের দেশে কি ডালভাত জুটতো না? ডালভাতের বিনিময়ে একটা শান্তির জীবন। তার বদলে এখন কি করছি। সকাল ঘুম থেকে উঠে দৌড়, সারাদিন দৌড় দৌড় আর রাতে ঘুমিয়ে স্বপ্নেও দেখি দৌড়ের প্রতিযোগিতায় আমি সর্বশেষ। যেন অদৃশ্য কোন শক্তির সাথে সারাক্ষন এক হাস্যকর প্রতিযোগিতা, জীবনটাকে আরো হালকা ভাবে দেখতে শিখলাম না কেন?

আনেকদিন ভেবেছি, আমার পরিচিতদের মধ্যে থেকে একজনকে খুজে বের করবো যার কাছে গেলে মনটা ভালো হয়ে যাবে। খুব জ্ঞাণী কেউ একজন যে ভালো পরামর্শ দিতে পারে। কিন্তু কোথায় কে? সবাই ব্যাস্ত। দৌড়াতে ব্যাস্ত। আমার মত যারা দৌড়ের মাঝখানে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় পেছন ফিরে তার দিকে কে তাকাবে। নিজেকে মনে হচ্ছে ‘পরাজয়ে ভেঙে পড়ার আওয়াজ’।

সামনের সেমেস্টারের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তাছাড়া আরো দুটো পরীক্ষার গ্রেড আজকে দিতে পারে। অনিচ্ছা স্বত্বেও ইউনির্ভাসিটি গেলাম। ইচ্ছে করছিল সব ছেড়ে ছুড়ে ঢাকায় ফিরে যাই। কিন্তু তাতেও ভয়। যদি আগের মত ভালো না লাগে? স্বপ্নের শহর স্বপ্নেই থাক!

ডিপার্টমেন্টে ঢোকার পথে আমার ক্লাসমেট কেলভিনের সাথে দেখা। কেলভিন ব্ল্যাক আমেরিকান। অন্য ব্ল্যাকদের মত তার কথাবার্তাও জড়ানো, চেহারা, স্বাস্থ, পোশাক কোনটাই মার্জিত নয়। তবুও মাঝে মধ্যে আলাপ করে জেনেছি তার বাবা নেই, চলে গেছে কিংবা কিছু একটা হবে। খুবই অভাবে তার জীবন কেটেছে। একটা ফাস্টফুডের দোকানে কয়েক মাস কাজ করে সে গত সেমেস্টারের টাকা জমিয়েছিল। কেলভিনকে দেখে নিজেকে শান্তনা দেই; এদেশেও আমাদের মত গরীব লোক আছে। তারাও কষ্ট করে লেখাপড়া করে।

পাছে কেলভিন আমাকে পরীক্ষার গ্রেড জিজ্ঞেশ করে সেই ভয়ে তাকে না দেখার ভান করে ডিপার্টমেন্টের ভেতর ঢুকছিলাম, সে দূর থেকে 'হেই' বলে আমাকে ডাকলো। কেলভিনের সাথে একটা মেয়ে, মনে হয় ওর গার্লফ্রেন্ড। মেয়েটির চালচলন ও পোশাক-আশাকও অমার্জিত। দু'জনের হাতে মেক্সিকান ফাস্টফুড 'টাকোবেল' আর ড্রিংকস। মুখে একগাল খাবার নিয়ে কেলভিন বলল, "আমি একটা স্টুপিড। একমাত্র আমিই 'সি' পেয়েছি। আর সবাই খুব ভাল গ্রেড পেয়েছে। আমি ওদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছি মনে হয় ওরা কোথাও কোন গন্ডগোল করেছে।"

কেলভিনের হাসি দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একমাত্র ও 'সি' গ্রেড পেয়েছে তার মানে আমি এটলিস্ট 'বি' পেয়েছি। ডাস্টবিন থেকে কোকের ক্যান কুড়িয়ে সেগুলো বিক্রি করে যে ছেলে রুটি কিনতো, ফাস্টফুডের দোকানে হাড় ভাঙা খাটুনি করে পয়সা জমিয়ে যে পড়তে এসেছে সে ফেল গ্রেড পেয়েও বান্ধবীকে নিয়ে মনের আনন্দে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে আর আমি কি করছি?

আসলে কোন জিনিষকে আমরা জিনিষগুলোর মত করে দেখিনা, আমারা সেগুলোকে দেখি নিজের মত করে। যার জন্য ফেল গ্রেডের মধ্যেও কেলভিন ফান খুজে পেয়েছে আর আমি খুজে পেয়েছি প্রচন্ড হতাশা। এরপরে যদি কখনো আমার ফেল সংক্রান্ত মন খারাপ হয় তাহলে আমি কোন জ্ঞানী গুরু খুজতে বের হবো না। এমনকি কেলভিনের কাছেও যাওয়ার দরকার নাই, ওর নাম মনে করলেই মন ভালো হয়ে যাবে। আমি কেলভিনের মতই অস্পষ্টভাবে ওকে বল্লাম 'থ্যাংকস কেলভিন'।